

ନିଉ ଥିଯେଟାସେ'ର ନିବେଦନ—

ରାମେଶ ପ୍ରମତ୍ତି



ରାମେର ସୁର୍ମତି

ଶ୍ରାମଲାଲ ଓ ରାମଲାଲ ଦୁଇ ବୈମାନ୍ତ୍ରେ ଭାଇ । ଶ୍ରାମଲାଲ ବଡ଼ । ରାମଲାଲେର ବୟବ ଗ୍ରୌଥ ଘୋଲ । ଅ ତଥ୍ୟ ଦୂରସ୍ତ । ସର୍ବସ୍ତ ଗ୍ରାମଖାନା ତାହାର ଭୟେ ତୀତ । ଲୋକେ ବଲିତ ଦେ ନାକି ବୌଦ୍ଧ'ର ଆଦରେଇ ଏମନ ହିୟା ଉଠିଯାଛେ । ଆଜାଇ ବ୍ୟବର ବୟବ ହିତେହି ଶ୍ରାମଲାଲେର ପଢ଼ୀ ନାରାୟଣୀ ମାତୃହୀନ ରାମକେ ବୁକେ ତୁଳିଯା ମେନ ।

* * *

ନାରାୟଣୀ ଜରେ ପଡ଼ିଲେନ । ମାତ୍ର ଦିନ କାଟିଯା ଗେଲ, ତଥାପି ଜର ଛାଡ଼ିଲ ନା । ଶ୍ରାମଲାଲ ଚିଷ୍ଟିତ ହିୟା ପଡ଼ିଲେନ । ବାଢ଼ୀର ଝି ନୃତ୍ୟକାଳୀକେ, ନୀଳମଣି ଡାଙ୍କାରକେ ଡାକିଯା ଆନିତେ ବଜିଲେନ ।

ନୃତ୍ୟକାଳୀ କିରିଯା ଆସିଲ । ନୀଳମଣି ଆସିତେ ପାରିବେନ ନା । ଏକ ଟାକାର କାଁୟଗାୟ ଚାରି ଟାକା ଭିଜିଟେ ତାହାକେ ଭିନ ଗ୍ରାମେ ଯାଇତେ ହେବେ । ଶ୍ରାମଲାଲ ବିରାଜ ହିୟା । ରାମଲାଲ ନୃତ୍ୟକାଳୀର ସବ କଥାଇ ଶୁଣିତେ ପାଇଲ ଏବଂ ନିଜେ ମୋଜା ଡାଙ୍କାରେର ବାଢ଼ୀ ଚଲିଯା ଗେଲ ।

ରାମଲାଲ ନୀଳମଣି ଡାଙ୍କାରକେ ଶାସାଇୟା ବଲିଯା ଆସିଲ ଯେ, ମେଇ ଦିନେର ମଧ୍ୟେ ଯଦି ତାହାର ବୌଦ୍ଧ'ର ଜର ନା ଛାଡ଼େ ତବେ ମେ ତାହାର କଳମେର ଆମ ବାଗାନ ନଷ୍ଟ କରିଯା ଦିବେ ଓ ଶିଶ ବୋତଳ ଗୁଁଡ଼ା କରିଯା ଦିବେ !

ନାରାୟଣୀ ମାରିଯା ଉଠିଲେନ । ଏବାର, ନୀଳମଣି ଡାଙ୍କାରେ ଓୟୁଧ ଧୀଟି !

.....ନୃତ୍ୟକାଳୀ ବଲେ 'ତୋମାର ଜଗେଇ ତୋ ଛେଲେ ଅମନ ହଞ୍ଚେ, ପାଢ଼ାର ଲୋକେ ଭାଲ ବଲେ ନା ମା' ନାରାୟଣୀ କଷ୍ଟ ହିୟା ବଲିଲେନ 'ଲୋକେ ଆଦରଟାଇ ଦେଖେ, ଶାଦନଟା ଦେଖେନା !'

ଏକଦିନ ବିଧବୀ ଦିଗନ୍ଧରୀ କଣ୍ଠ ନାରାୟଣୀର ବାଢ଼ୀତେହି ଆଶ୍ରୟ ଲାଇଲେନ ।

ଦିଗନ୍ଧରୀ ସ୍ଵାର୍ଗପର, ମନ୍ଦିରହନ୍ଦୟା, କଲହ-ପ୍ରିୟା । ଏ-ସଂସାରେ ଗମନ୍ତେ ଏକ ଜନ ଅଶ୍ରୀଦାର, ଏହି କାରଣେହି ପ୍ରଥମ ହିତେ ତିନି ତାହାକେ ବିବେବେ ଚୋଥେ ଦେଖିତେ ଲାଗିଲେନ । ଏକଦିନ ସକାଳବେଳା ରାମ ମୁଣ୍ଡଗ୍ୟ ଏକଟା ଅଶ୍ରେର ଚାରା ଆନିଯା ବାଢ଼ୀର ଉଠାନେର ମାରଥାନେ ପୁଣିତବାର ଆଯୋଜନ



করিতেছিল। দিগন্থরী দেখিয়া জলিয়া উঠিলেন। কিন্তু রামলাল তাহার
কথায় কাণ্ডই দিল না, ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া উঠানটা কাদা করিয়া তুলিল।

রাম স্বল্পে চলিয়া গেল। সেই অবসরে দিগন্থরী গোপনে গাছটি
তুলিয়া ফেলিষ্যা দিয়া মনের ঝাল মিটাইয়া লইলেন।

স্তুল হইতে কিরিয়া রামলাল দেখিল গাছ নাই! ক্রোধে, হংথে সে
চিকার করিয়া লাকালাফি স্তুল করিল। নারায়ণী রামলালকে শাস্তি
করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন ‘মঙ্গলবারে কি গাছ পুঁত্তে আছে,
বাড়ীর বো মরে যায়।’ রামলাল তাবিল গাছটি বৌদি’ ফেলিয়া দিয়াছে।
ভালই করিয়াছে। বৌদি’র অঙ্গল আশঙ্কা করিয়া রামলাল অতি
সহজেই শাস্তি হইল।

দিগন্থরীর জেদ চাপিয়া গিয়াছে। রামলালের কোন প্রতিপত্তি
এ-বাড়ীতে তাহার সহের সীমার বাহিরে। নারায়ণীর নিষেধ সহেও তিনি
একদিন প্রচুর ঝাল দিয়া মাছের তরকারী রাখা করিলেন। রাম খাইতে
বসিয়া উৎকট ঝালের জালায়, দিগন্থরীকে ঝঁড়ি ডাইনৌ বলিয়া, ভাতের
খালায় জল ঢালিয়া, বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। নারায়ণী আসিয়া
দিগন্থরীকে বলিলেন ‘মা! নাইবা ঝাল দিলে বাড়ীর কেউ যখন থায়
না।’..... দিগন্থরী পা ছড়াইয়া কাদিলেন, সুরোর হাথ ধরিয়া বলিলেন,
‘আয় মা, আমরা যাই, এ বাড়ীতে আর জলস্পর্শ ক’রব না।’

পায়ে ঝল ঢালিয়া, আঁচল দিয়া মুছিয়া তথনকার মত রাগ থামাইয়া
নারায়ণী দিগন্থরীকে ঘরে আনিয়া বসাইলেন।.....

শেষ পর্যাস্ত অশাস্তিতে অতিক্রম হইয়া শ্রামলাল নারায়ণীকে বলিলেন
‘ওকে আলাদা করিয়া দেব।’

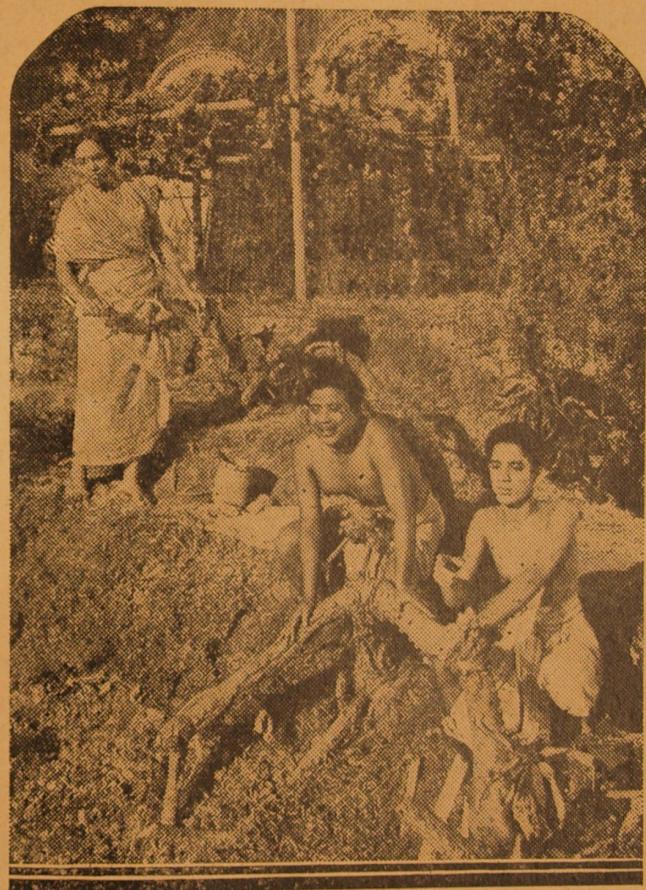
নারায়ণী শুনিয়া কষ্ট হইলেন। রামকে বলিলেন ‘আলাদা থাকতে
পারবি না?'

রাম বলিল ‘কবে যাওয়া হবে বৌদি?’.....

রামলালের হইটি পোষা মাছ ছিল। রাম তাহাদের নাম দিয়াছিল
কাৰ্ত্তিক গনেশ। তাহারা নাকি মাহুবের মত কথা শুনিত। দিগন্থরীর
নজর পড়িল সেই মাছের উপর। জামাইকে বলিলেন, ‘বাবাৰ বাংসৱিৰক
শ্রাক কৰব, তৃমি বদি মত দাও।’ শ্রামলাল মত দিলেন।..... ডগা
জেলেকে দিগন্থরী বলিয়া দিলেন ‘ওই মাছই আমাৰ চাই।’

রাম খবর পাইয়া পুৰু ঘাট হইতে ভগাকে হাঁকাইয়া দিল। তাহার

পৰ নারায়ণী হকুম দিলেন ‘মাছ ধৰে আন।’ তিনি জানিতেন মা মায়ের
চক্রাস্ত। মাছ আসিল—রামের গনেশ। রাম এত বড় নির্মাম আধাত



বৌদি’র নিকট হইতে ইহার পূর্বে কথনও পায় নাই। সে উপবাস
করিয়া রহিল।

রামের স্বর্মতি

কিছুকাল পরে রামলাল একদিন দিগন্ধীর অভ্যাচারে অস্তির হইয়া
হাতের পেয়ারা ঝুঁড়িয়া তাহাকে মারিল। কিন্তু পেয়ারা নারায়ণীর
কপালে লাগিয়া তাহার কপাল ফুলিয়া উঠিল। শ্রামলাল বাড়ী ফিরিয়া
আসিয়া নারায়ণীকে দিবি দিলেন 'তুমি যদি রামের সঙ্গে কোন সংস্কৰ
রাখ, তবে যেন আমার মরা মৃথ দেখ'।

ইহার পর নারায়ণী কি রামের সহিত সকল সংস্কৰ তাগ করিলেন ?

গান

(১)

গহীন কাননে বাঁশী বাজে গো
বাঁশরীয়া ভাঙ্গিয়া নিল ঘরে।
বাঁশী যে বাঙ্গিল বাসারে
মোর কাণের ভিতরে।
কাণে কাণে কর দে কথা
গাণে ওঠে ঝড়,
বাহির হ'তে নারি আমি
করি পরের ঘর,

গ্রাম চমকি চমকি ওঠে রে
মন যে কেমন করে।
নিঝুম রাতে শীতল বায়ে
প্ররশ লাগে গায়
নয়ন ভরিল যেন স্বপন মায়ায়;
অঁধি জলে গড়ি মদী
দিব গো সাতার,
ঐ সুরের স্তোৱে আমি
পার হব অঁধার,
গাঁথৰোনা আৱ অশ্রমলাৱ
একলা ব'সে ঘৰে।

(২)

শোন শোন শ্রাম শুক পাথীৰে
শোনৱে মিনতি,
তোমা বিলে বৃন্দাবনে
মিছা এ বসতি।
বাসনা ছিল অস্তরে
রাখব তোমাৰ হৃদ্পিঞ্জলে,
দিবানিশি হেৱৰ তোমাৰ
মোহন মূৰতি।
তুমি দে আখিৰ তাৱা
তুমি পৱশমণি,
পলকে পৱাণে মৱে
মণি-হারা ফলী ;
পিৱীতি চন্দন দিয়া
তোমাৰে সঁপেছি হিয়া,
মোৱে পাশৱিলে লাগে
আমাৰ শপতি।

রামেৰ সুমতি

নিউ থিয়েটাৰ্সের নিবেদন

শৱৎচন্দ্ৰেৰ

রামেৰ সুমতি

ভূমিকায় : শ্রীমতী ষলিনা, ছবিৰায়, রাজলক্ষ্মী, শিশিৰ বটব্যাল
(এং), মায়া বোস, মাষ্টোৰ স্বগত, শুভা, ফলী রায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়,
তুলসী চক্ৰবৰ্তী, বীৰেশ্বৰ দেন, নৱেশ বোস, মনোতোষ বানাঙ্গিজ
(এং), মনোৱমা, শ্রীমতী ছবি রায়, শ্রীমতী প্ৰফুল্লবালা, কেষ্ট দাস,
আদিতা ঘোষ, আদল, চ্যাটাঙ্গি, অমৰেশ মুখোপাধ্যায়, হৰিপদ দে,
থগেন পাঠক, অসিত দেন, ছাৰ, টুলু, প্ৰজ্ঞতি।

চিৰন্তন ও পৱিচালনা : কাৰ্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত-পৱিচালক : পন্থজ মল্লিক
চিৰশিল্পী : মহু বন্দোপাধ্যায়
শব্দবন্তী : বাণী দত্ত,
শ্রামসুন্দৰ ঘোষ
শিল-পৱিকলক : সৌৱেন দেন
চিৰকল্প-পৱিকলক : মুদীৱেল
মুখোপাধ্যায়

গীতকাৰ : সুৱেন চক্ৰবৰ্তী
সম্পাদক : হৱিদাস মহলানবিশ
ৱসায়নাগারাধ্যক্ষ : পঞ্চনন নন্দন
সেট-নিয়ন্তা : পুলিন ঘোষ
ব্যবহারক : জুন বড়াল
কৰ্মসচিব : জগদীশ চক্ৰবৰ্তী

ঃ সহকাৰীগণঃ

পৱিচালনায় : চিত্ততোষ চট্টোপাধ্যায়। চিৰশিল্পে : নিষ্ঠল গুপ্ত,
প্ৰীতি হালদাৰ, নৱেন মজুমদাৰ। সুৱশিল্পে : বীৱেন বল। শব্দবন্তোঃ
প্ৰঠোং সৱকাৰ, অনিল নন্দন। সম্পাদনায় : সুবোধ রায়।
ৱসায়নায় : বলাই ভদ্ৰ, অবনী মজুমদাৰ। সেট-নিয়ন্তায় : ৰোহিণী
মুখোপাধ্যায়। কলাশিল্পে : সুনীতি মিত্র, ৱৰীন চট্টোপাধ্যায়, ৱামচন্দ্ৰ
শেঞ্জে, হাসান, নৱেন বন্দোপাধ্যায়, প্ৰহলাদ। সংজ্ঞজ্ঞায় : যতীন
কুঙ্গ। কুপমজুজায় : সামশের আলী, মদন পাঠক। ব্যবহারপনায় :
থগেন হালদাৰ, মনোজ মিত্র, বীৱেন দাস, ধীৱেন দাস, গৌৱ দাস।

পৱিবেশক : অৱোৱা ফিল্ম কৰ্পোৱেশন লিঃ, কলিকাতা।



চণ্ডীদাস

মৌরাবাঙ্গ

দেবদাস

বিদ্যাপতি

দিদি

ভাগ্যচক্র

দেশের মাটি

সাপুড়ে

পরিচয়

উদয়ের পথে

নাস' সিসি

প্রতিবাদ

নির্মায়মান চিত্র—

প্রবোধ স্থানালের

মহাপ্রস্থানের পথে

পরিচালনা—কান্তিক চট্টোপাধায়

মন্ত্রমুক্ত

বিশুদ্ধিয়া

রূপকথা

পরিত্রাণ

নিউ থিয়েটার্স'র বাংলা চিত্রের একমাত্র পরিবেশক—

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড

১২৫, ধৰ্মতলা ঢ্রীট, কলিকাতা।

মহাজাতি আট প্ৰেস, কলিকাতা ২৫

ଫୁଲାଚିରେ *

ଶ୍ରୀରାମପ୍ରେସ

ଶ୍ରୀରାମପ୍ରେସ
ନୂତନି



* ନୂତନ ଥିଏଟର୍ସ ଲିଃ *

ନିଉ ଥିଯେଟାର୍ସେର ନିବେଦନ

ଶର୍ବଚନ୍ଦ୍ରର

ରାମେର ସୁମତି

ଭୂମିକାୟ : ଶ୍ରୀମତୀ ମଲିନା, ଛବି ରାଯ়, ରାଜନ୍ଧମ୍ଭୀ, ଶିଶିର ବଟ୍ବ୍ୟାଳ
(ୱେଁ), ମାର୍ଗ ବୋସ, ମାହିର ସୁଗତ, ଶ୍ରୀ ରାଯି, ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ,
ତୁଳମୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବୀରେଶ୍ଵର ମେନ, ନରେଶ ବୋସ, ମନୋତୋଷ ବ୍ୟାନାର୍ଜି
(ୱେଁ), ମନୋରମା, ଶ୍ରୀମତୀ ଛବି ରାଯି, ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲବାଲା, କେଟ ଦାସ,
ଆଦିତ୍ୟ ଘୋସ, ଆଦଲ ଚ୍ୟାଟାର୍ଜି, ଅମରେଶ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ, ହରିପଦ ଦେ,
ଖଗେନ ପାଠକ, ଅସିତ ସେନ, ଛାବୁ, ଟୁଲୁ, ଗ୍ରହିତ୍ବ।

ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ପରିଚାଳନା : କାର୍ତ୍ତିକ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ

ମଦ୍ଦିତ-ପରିଚାଳକ :	ପଙ୍କଜ ମନ୍ଦିକ	ଗୀତକାର :	ହୁରେନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
ଚିତ୍ରଶିଳୀ :	ମର୍ମ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ	ମ୍ରଦ୍ଗାଦାନ :	ହରିଦାସ ମହାନବିଶ
ଶବ୍ୟଦ୍ରୀ :	ବଣୀ ଦତ୍ତ,	ରମାଯନାଗାରାଧ୍ୟକ୍ଷ :	ପଞ୍ଚନନ ନନ୍ଦନ
ଶ୍ରୀମରୁନର ଘୋସ		ଦେଟ-ନିର୍ମାତା :	ପୁଲିନ ଘୋସ
ଶିଳ୍ପ-ପରିଚାଳକ :	ମୌରେନ ସେନ	ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ :	ଜଲ୍ଲ ବଡ଼ାଳ
ଚିତ୍ରକୁପ-ପରିକଳକ :	ଶୁଦ୍ଧିରଙ୍ଗନ	କର୍ମଦଚିବ :	ଜଗନ୍ନାଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ			



୧ ସହକାରୀଗଣ ୧

ପରିଚାଳନାୟ : ଚିତ୍ରତୋୟ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ଚିତ୍ରଶିଳୀ : ନିର୍ମଳ ଶୁଣ,
ପ୍ରାତି ହାଲଦାର, ନରେନ ମଜ୍ମଦାର। ସୁରଶିଳୀ : ବୀରେନ ବଳ। ଶବ୍ୟଦ୍ରୀ :
ପ୍ରଥ୍ୟେଁ ଦୀର୍ଘକାର, ଅନିଲ ନନ୍ଦନ। ମ୍ରଦ୍ଗାଦାନାୟ : ହୁରୋଦ ରାଯି।
ରମାଯନାୟ : ବଲାଇ ଭଦ୍ର, ଅବନୀ ମଜ୍ମଦାର। ଦେଟ-ନିର୍ମାତା : ମୋହିନୀ
ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ। କଲାଶିଳୀ : ଶୁନୀତି ମିତ୍ର, ରବୀନ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର
ଶେଣ୍ଠ, ହାସାନ, ନରେନ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରହଲାଦ। ସାଜ୍ଜଜ୍ଞାୟ : ଯତୀନ
କୁଣ୍ଠ। କୁପ୍ରଜ୍ଞାୟ : ସାମଶେର ଆଳୀ, ମଦନ ପାଠକ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପନାୟ :
ଖଗେନ ହାଲଦାର, ମନୋଜ ମିତ୍ର, ବୀରେନ ଦାସ, ଧୀରେନ ଦାସ, ଗୋର ଦାସ।

ପରିବେଶକ : ଅରୋରା ଫିଲ୍ମ କର୍ପୋରେସନ ଲିଃ, କଲିକତା।

(୩) ଉତ୍ତରପତ୍ରର ପରିବେଶକ ପତ୍ର ପତ୍ର

ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇ ଟଙ୍କା

ଶ୍ରୀମଲାଲ ଓ ରାମଲାଲ

ଦୁଇ ବୈମାତ୍ରେସ ଭାଇ।

ଶ୍ରୀମଲାଲ ବଡ଼। ରାମଲାଲେର

ବୟସ ପ୍ରାୟ ବୋଲ। ଅତିଶୟ

ଦୁରସ୍ତ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମଥାନା

ତାହାର ଭୟେ ଭୀତ।

ଲୋକେ ବନ୍ଦି ଦେ ନାକି

ବୌଦ୍ଧି'ର ଆଦରେଇ ଏମନ ହିୟା

ଉଠିଯାଇଛେ। ଆଡ଼ାଇ ବ୍ସର

ବୟସ ହିୟେତେଇ ଶ୍ରୀମଲାଲେର

ପଢ଼ି ନାରାୟଣ ମାତ୍ରହୀନ

ରାମକେ ବୁକେ ତୁଳିଯା ନେନ।

ନା ରା ବଣୀ ଜ ରେ

ପଡ଼ିଲେନ। ମାତ ଦିନ

କାଟିଆ ଗେଲ, ତଥାପି ଜର ଛାଡ଼ିଲ ନା। ଶ୍ରୀମଲାଲ ଚିନ୍ତିତ ହିୟା ପଡ଼ିଲେନ।

ବାଡ଼ିର ବି ନୃତ୍ୟକାଳୀକେ, ମୀଳମଣି ଡାକ୍ତାରକେ ଡାକିଯା ଆନିତେ ବଲିଲେନ।

ନୃତ୍ୟକାଳୀ ଫିରିଯା ଆସିଲ। ମୀଳମଣି ଆସିତେ ପାରିବେନ ନା। ଏକ

ଟାକାର ଜାୟଗାର ଚାରି ଟାକା ଭିଜିଟେ ତାହାକେ ଭିନ ଗ୍ରାମେ ଯାଇତେ ହିୟିବେ।

ଶ୍ରୀମଲାଲ ବିରକ୍ତ ହିୟା। ରାମଲାଲ ନୃତ୍ୟକାଳୀର ସବ କଥାଇ ଶୁଣିତେ ପାଇଲ

ଏବଂ ନିଜେ ମୋଜା ଡାକ୍ତାରେ ବାଡ଼ି ଚଲିଯା ଗେଲ।

ରାମେର ସୁମତି



রামলাল নীলমণি ডাক্তারকে শাসনইয়া বলিয়া আসিল যে, সেই দিনের
মধ্যে যদি তাহার বৌদ্ধি'র জর না ছাড়ে, তবে সে তাহার কলমের আম বাগান
নষ্ট করিয়া দিবে ও শিশি বোতল গুঁড়া করিয়া দিবে !

নারায়ণী সারিয়া উঠিলেন। এবার, নীলমণি ডাক্তারের ওষুধ থাঁটি !

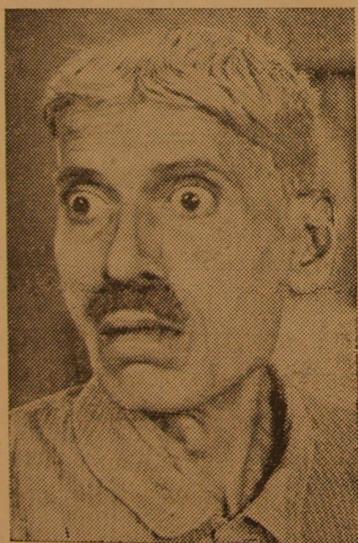
.....ন্তৃকাণী বলে 'তোমার জগ্নেই তো ছেলে অমন হচ্ছে, পাড়ার
লোকে ভাল বলে না মা !' নারায়ণী ঝষ্ট হইয়া বলিলেন 'লোকে আদরটাই
দেখে, শাসনটা দেখেনা !'.....

একদিন বিধবা দিগন্থরী কথা নারায়ণীর বাড়ীতেই আশ্রম নহিলেন।

দিগন্থরী স্বার্থপর, সক্ষীর্ণহনয়া, কলহ-প্রিয়া। এ-সংসারে রামও যে
একজন অংশীদার, এই কারণেই প্রথম হইতে তিনি তাহাকে বিদ্বেষের চোখে
দেখিতে লাগিলেন। একদিন সকালবেলা রাম মূলশ্শ্য একটা অশ্বথের
চারা আনিয়া বাড়ীর

উঠানের মাঝখানে পুঁতিবার
আঝোজন করিতেছিল।
দিগন্থরী দেখিয়া জিজ্ঞাসা
উঠিলেন। কিন্তু রামলাল
তাঁহার কথায় কাণ্ড দিল
না, ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া
উঠানটা কাদা করিয়া
তুলিল।

রাম স্কুলে ঢালিয়া গেল।
সেই অবসরে দিগন্থরী
গোপনে গাছটি তুলিয়া
দেলিয়া দিয়া মনের ঝাল
মিটাইয়া নহিলেন।



রামের স্মৃতি

স্কুল হইতে ফিরিয়া
রামলাল দেখিল গাছ নাই !
ক্রোধে, ছঃখে সে চিংকার
করিয়া লাফালাফি স্কুল
করিল। না রা ব্ল বী
রামলালকে শাস্ত করিবার
চেষ্টা করিয়া বলিলেন
'মঙ্গলবারে কি গাছ
পুঁততে আছে, বাড়ীর
বো মরে যাও !' রামলাল
ভাবিল গাছটি বৌদ্ধি
ফেলিয়া দিয়াছে। তাঁলই
করিয়াছে। বৌদ্ধির অমঙ্গল
আশঙ্কা করিয়া রামলাল
অতি সহজেই শাস্ত হইল।

দিগন্থরীর জেদ চাপিয়া গিয়াছে। রামলালের কোন প্রতিপত্তি এ-বাড়ীতে
তাঁহার সহের সীমার বাহিরে। নারায়ণীর নিষেধ সঙ্গেও তিনি একদিন প্রচুর
ঝাল দিয়া মাছের তরকারি রাখা করিলেন। রাম খাইতে বসিয়া উঁকট
ঝালের জালায়, দিগন্থরীকে বুঢ়ি ডাইনী বলিয়া, ভাতের থালায় জল ঢালিয়া,
বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। নারায়ণী আসিয়া দিগন্থরীকে বলিলেন 'মা !
নাইবা ঝাল দিলে, বাড়ীর কেউ যথন থাও না !'.....দিগন্থরী পা ছড়াইয়া
কাঁদিলেন, সুরোর হাত ধরিয়া বলিলেন, 'আয় মা, আমরা যাই, এ বাড়ীতে
আর জলপ্রক্ষৰ ক'রব না !'

পায়ে জল ঢালিয়া, ঝাঁচল দিয়া মুছিয়া তখনকার মত রাগ থামাইয়া
নারায়ণী দিগন্থরীকে ঘরে আনিয়া বসাইলেন।.....

রামের স্মৃতি



শেষ পর্যন্ত অশাস্তিতে অতিষ্ঠ হইয়া শ্রামলাল নারায়ণীকে বলিলেন ‘ওকে
আলাদা করে দেব।’

নারায়ণী শুনিয়া বস্ত হইলেন। রাগকে বলিলেন ‘আলাদা থাকতে
পারবি না?’

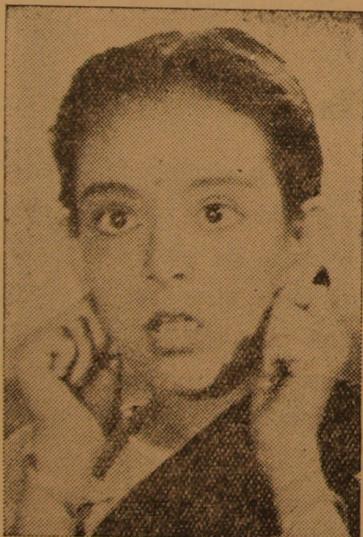
রাম বলিল ‘করে যাওয়া হবে বৌদ্ধি?’...
০০০

শ্রামলালের ছাইটি পোষা মাছ ছিল। রাম তাহাদের নাম দিয়াছিল
কার্তিক গণেশ। তাহারা নাকি মাছের মত কথা শুনিত। দিগন্থরীর নজর
পড়িল সেই মাছের উপর। জামাইকে বলিলেন, ‘বাবার বাংসরিক শ্রাদ্ধ
করব, তুমি যদি মত দাও।’ শ্রামলাল মত দিলেন।... ভগা জেলেকে
দিগন্থরী বলিয়া দিলেন ‘ওই মাছই আমার চাই।’

রাম খবর পাইয়া পুরুর ঘাট হইতে ভগাকে হাঁকাইয়া দিল। তাহার পর

নারায়ণী হকুম দিলেন ‘মাছ
ধরে আন।’ তিনি
জানিতেন না মায়ের
চক্রান্ত। মাছ আসিল—
রামের গণেশ! রাম এত
বড় নির্মাণ আবাত বৌদ্ধি’র
নিকট হইতে হইয়া পূর্বে
কখনও পায় নাই। সে
উপবাস করিয়া রহিল।

কিছুকাল পরে শ্রামলাল
এক দিন দিগন্থরী র
অত্যাচারে অস্তির হইয়া
হাতের পেঁয়ারা ছুঁড়িয়া
তাহাকে মারিল। কিন্তু



রামের স্মৃতি

পেঁয়ারা নারায়ণীর কপালে লাগিয়া তাঁহার কপাল ফুলিয়া উঠিল। শ্রামলাল
বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নারায়ণীকে দিব্য দিলেন ‘তুমি যদি রামের সঙ্গে
কোন সংস্কৰণ রাখ, তবে যেন আমার মরা মৃত্যু দেখ।’

ইহার পর নারায়ণী কি রামের সহিত সকল সংস্কৰণ ত্যাগ করিলেন?

গান

(১)

গহীন কাননে বাঁশী বাজে গো

বাঁশরীয়া ভাঙ্গিয়া নিল ঘরে।

বাঁশী যে বান্ধিল বাসারে

মোর কাণের ভিতরে।

কাণে কাণে কয় সে কথা

বাসনা ছিল অন্তরে

প্রাণে ওঠে বড়,

রাখব তোমায় হৃদপঞ্জরে,

বাহির হ'তে নারি আমি

দিবানিশি হেরব তোমার

করি পরের ঘর,

মোহন মূরতি।

প্রাণ চমকি চমকি ওঠে রে

তুমি সে আঁধির তারা

মন যে কেমন করে।

তুমি পরশমণি,

নিয়ুম রাতে শীতল বায়ে

পলকে পরাণে মরে

পরশ লাগে গায়

মণি-হারা ফলী;

নয়ন ভরিল যেন স্বপন মায়ায়;

পিরৱতি চন্দন দিয়া।

আঁধি জলে গড়ি নদী

তোমারে সঁপেছি হিয়া,

দিব গো সাতার,

মোরে পাশরিলে লাগে

ঐ সুরের ভেলা বেয়ে আমি

আমার শপতি।

পার হব আঁধার,

গাঁথবোনা আৱ অক্ষমা঳া রে

একলা ব'সে ঘরে।

• • •
• • •

রামের স্মৃতি

(২)

শোন শোন শ্রাম শুক পাখীরে

শোনরে মিনতি,

তোমা বিনে বৃন্দাবনে

মিছা এ বসতি।

বাসনা ছিল অন্তরে

রাখব তোমায় হৃদপঞ্জরে,

দিবানিশি হেরব তোমার

মোহন মূরতি।

করি পরের ঘর,

তুমি আঁধির তারা

প্রাণ ওঠে রে

তুমি পরশমণি,

মন যে কেমন করে।

মণি-হারা ফলী;

নিয়ুম রাতে শীতল বায়ে

পলকে পরাণে মরে

পরশ লাগে গায়

মণি-হারা ফলী;

নয়ন ভরিল যেন স্বপন মায়ায়;

পিরুতি চন্দন দিয়া।

আঁধি জলে গড়ি নদী

তোমারে সঁপেছি হিয়া,

দিব গো সাতার,

মোরে পাশরিলে লাগে

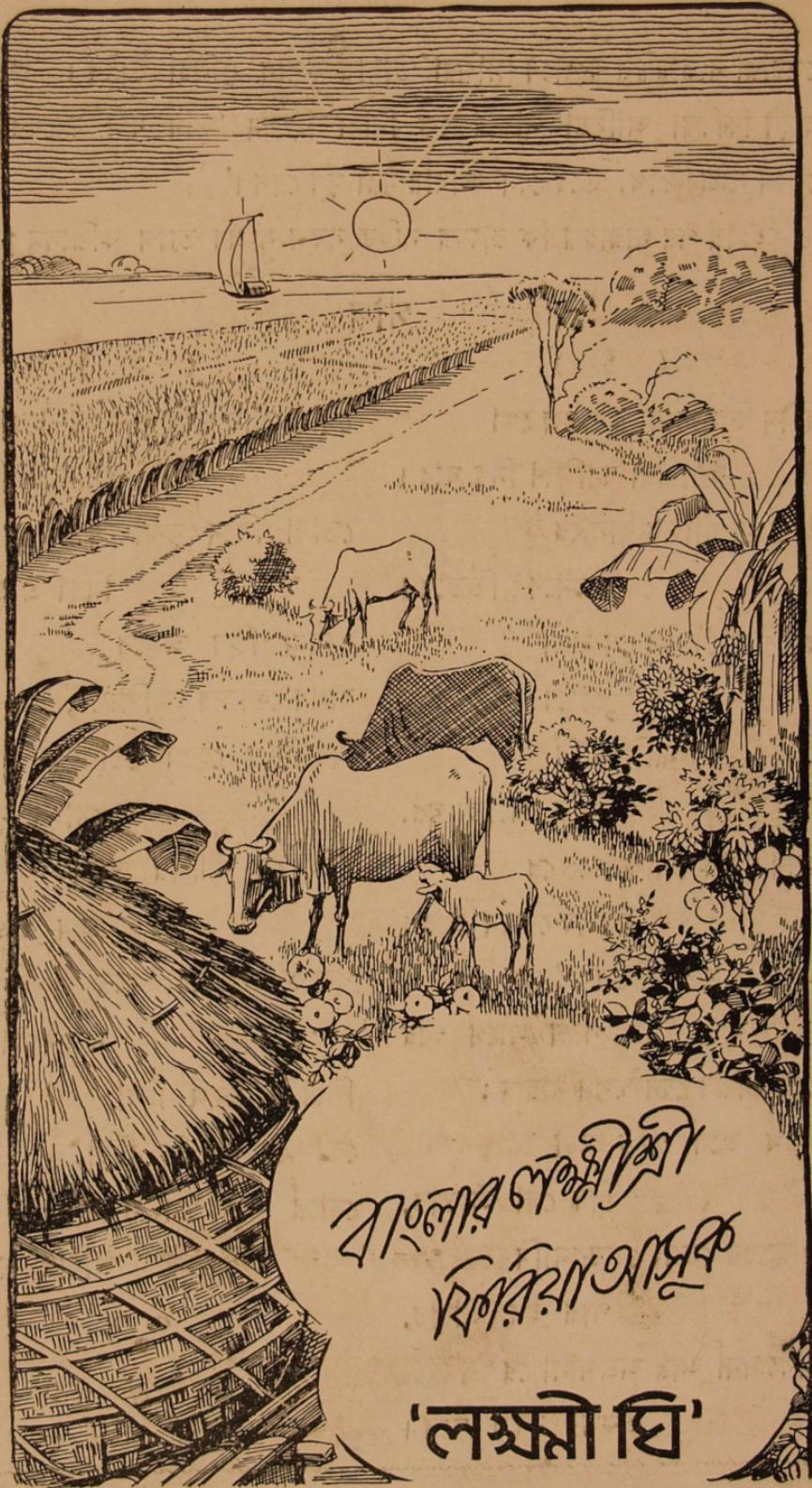
ঐ সুরের ভেলা বেয়ে আমি

আমার শপতি।

পার হব আঁধার,

গাঁথবোনা আৱ অক্ষমা঳া রে

একলা ব'সে ঘরে।



বাংলার লেজেন্ডীয়া
বিশ্বরিয়া প্রস্তুক

'লক্ষ্মী ধি'

সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (নিউ থিয়েটার্স)
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্তৃক ৮৩ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ২৭বি, গ্রে স্ট্রিট হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক মুদ্রিত।